আজকের কাগজ
তারিখ ... 22 NOV 1992
পৃষ্ঠা ... 66 ... কলাম ... 2 ...
10

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু, জাতীয় সংগীত ও পতাকা সাথে নেয়া হয়নি

মুঈদ রহমান

প্রায় বারো বছর পর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় তার নিজের মাটি থেকে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করেছে গত পহেলা নভেম্বর। ১৯৭৯ সালে কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ অঞ্চলের শান্তিডাঙ্গা-দুলালপুরে -এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হলেও তার কিছুদিন বাদেই তা ঢাকার গাজীপুরে স্থানান্তরিত হয়। সেখানেই শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হলে পরবর্তীকালে ১৯৯০ সালে আবার এ অঞ্চলে ফিরে আসে। তবে মূল ক্যাম্পাস শান্তিডাঙ্গা-দুলালপুরে কার্যক্রম চালু করার মত নির্মাণ ব্যবস্থা না থাকায় গত দু'বছর কুষ্টিয়া শহরেই 'বিকল্প ব্যবস্থায়' শিক্ষা ও প্রশাসনিক কাজ চালিয়ে নেয়া হয়। গত পহেলা নভেম্বর মূল ক্যাম্পাস থেকে কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক এমএ হামিদ।

বিশ্ববিদ্যালয়টি বারো বছর ছোটাছুটি, ঘোরাঘুরি করলেও শিক্ষা কার্যক্রম চালুই ছিল। এ পর্যন্ত ব্যবস্থাপনা, হিসাব বিজ্ঞান, তাওহীদ ও আল-কোরান বিভাগের দু'টি মাস্টার্স ব্যাচ বের হয়েছে। অর্থনীতি, আইন ও মুসলিম বিধান বিভাগ থেকেও এবছরই বেরোবে। বাংলা, ইংরেজী, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, আরবী ভাষা ও সাহিত্য এবং রাষ্ট্রনীতি ও লোক প্রশাসন বিভাগে দু'টি করে বর্ষ রয়েছে। আল-হাদিস বিভাগে এবারই নতুন ছাত্র ভর্তি করা হয়েছে। উপাচার্য বদল হয়েছে দু'বার। বর্তমান ভিসি হলেন তৃতীয়। তাঁর সময়ও দেড় বছর গত হয়ে গেল। এই দেড় বছরের অভিজ্ঞতা আমাদের হতাশ করেছে। একথা অনেকেই হয়তো জানেন যে, পূর্বতন উপাচার্য অপসারিত হয়েছেন ছাত্র-শিক্ষকদের আন্দোলনের মুখে। ঐ আন্দোলনের ফসলই কিন্তু আজকের উপাচার্য। মুরুব্বীদের মুখে শুনেছি 'যায় দিন ভাল'। একথা আজকে কেন যেন মনে হয় কিছুটা হলেও সত্যি। এরশাদ সরকারকে আমরা হটিয়েছি, বিনিময়ে পেয়েছি গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত বর্তমান বিএনপি সরকার। কিন্তু একটা সত্য যে আমাদের সমানে এসে দাঁড়াল তা অস্বীকার করি কি ভাবে? তাহলো গোলাম আযম ঐ সময়ে 'আমীর' হিসেবে আবির্ভূত হবার সুযোগ-সাহস পাননি। আবার একই সময়ে চব্বিশজন দেশপ্রেমিককে দেশদ্রোহী (?) হিসেবে চিহ্নিত করাও হয়নি। তাহলে দোষটা দেব কাকে? যে আন্দোলন করেছি তাকে, নাকি যে আঙ্গুল দিয়ে ব্যালট পেপারে টিপ্ দিয়েছি তাকে? আপাততঃ কপাল-ভাগ্যকে দোষ দেয়াটাই বোধহয় সর্বলোকের সন্তুষ্টির ধারক-বাহক হবে। কিন্তু আমরাতো কপাল-ভাগ্য ইত্যাদি অযৌক্তিক বিষয়ে আস্থাবান নই। সুতরাং আমরা মনে করি আন্দোলন একটি প্রক্রিয়া। তা কখন কোথায় শেষ হবে তা আমরা জানি না, জানার কথাও না। তা চলতে থাকবে অনন্তকাল। 'বাধা পাব যেথানে, ভাঙবো বাধা সেখানে-' এভাবেই এগিয়ে যেতে হবে। একবাধা দূর হলো তো আরেক বাধা আসবে। তা আবার ভাঙতে হবে। এইতো জীবন, এইতো সংগ্রাম, এইতো আন্দোলন। এর স্থবিরতা মানেই মৃত্যু। সুতরাং আজকের বাধাই আমাদের বিবেচ্য বিষয়। দেড় বছরের কথা বলছিলাম। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ে এদেশ, জাতি যে স্বপ্ন দেখছে তা যে কোন দিনও পূরণ হবে না তা বলার জন্যই আজকের এই বিলাপ। এর আগেও দু'-তিনবার এ ব্যাপারে বলা হয়েছে, সারাদেশের শিক্ষিত (অন্তত শতকরা আশিজন মানুষ যাঁদের শিক্ষিত ভাবেন), বুদ্ধিজীবী, মাননীয় সাংসদবর্গ এনিয়ে কোনই মাথা ঘামাননি। তবু শেষবারের মত একটি চিৎকার দিয়ে মৃত্যুর-আস্বাদন গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয় মনে করি।

গত দেড় বছরে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি মাত্র বিভাগ খোলা হয়েছে- আল-হাদিস। হাদিসের প্রতি আমাদের কোন জন্মগত বিদ্বেষ নেই। কিন্তু উপাচার্য মহোদয় বলছেন, এটাকে নাকি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ দেবেন। কথার সঙ্গে কাজের অসঙ্গতি থাকে কারো কারো, কিন্তু এতটা কি অনুমেয়? আন্তর্জাতিক রূপ দেবার ক্ষেত্রে যেসব বিষয়াদির বিভাগ খোলা প্রয়োজন তার একটিও খোলা হয়নি। সমাজবিজ্ঞান অনুষদ আলাদা করা হয়নি, মানবিক বিভাগ আলাদা করা হয়নি, বাণিজ্য অনুষদ আলাদা করা হয়নি, বিজ্ঞান অনুষদ তো খোলাই হয়নি। আইন ও মুসলিম বিধানকে রাখা হয়েছে 'শারীয়া' অনুষদের সাথে। আইনের সঙ্গে মুসলিম বিধান যুক্ত করবার ফলে বার কাউন্সিলের কী যেন ঝামেলা রয়েছে তা মিটাবে কে? ছাত্ররাতো পাস করে যাবে, কিন্তু স্বীকৃতির ব্যাপারটা? আবার চ্যান্সেলর বাধিয়েছেন আরেক ঝামেলা। শতকরা পঞ্চাশ ভাগ নাকি ইসলামীকরণ করতে হবে (লিখিত কিছু দেখিনি, ভিসি মহোদয় বক্তৃতা-বিবৃতিতে তাই বলছেন)। সব মিলিয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি অস্বস্তিকর অবস্থা বিরাজ করছে। এ থেকে অনুমান করতে কষ্ট হয় না যে-এটাকে মাদ্রাসা বানানোর পাঁয়তারা চলছে। এবং এর পেছনে বড় অবদান অবশ্য অবশ্যই বর্তমান প্রশাসন-কর্তৃপক্ষ রাখছেন। যাহোক এতগুলো সমস্যাকে সঙ্গী করেই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় তার মূল ক্যাম্পাস শান্তিডাঙ্গা-দুলালপুর থেকে যাত্রা শুরু করেছে।

গত পহেলা নভেম্বর তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটি স্মরণীয় দিন। আনন্দের দিন হবার কথা ছিল সকল ছাত্র-শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ এলাকাবাসীর। ঐ রকম একটা আমেজ আগে থেকেই অনুভূত হচ্ছিল। কিন্তু উদ্বোধনের দিন যা ঘটলো তা নিন্দা করেই ক্ষান্ত দেয়া যা'ব না। ভাবতে হবে নতুন করে। ভাবতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে।

উদ্বোধনী দিনের কথা বলা প্রয়োজন দু'টি কারণে। এক. কর্তৃপক্ষের চিন্তা-রুচির সীমাবদ্ধতার প্রকাশ ঘটায়। দুই, পরোক্ষভাবে এদেশের জল-মাটিকে অস্বীকার করায়। প্রথমটি মূর্খতা আর দ্বিতীয়টি দুঃসাহসিকতা (মন্দ অর্থে)। প্রথমটির কথায় আগে আসি। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় তার যাত্রা শুরু করছে নিজ ক্যাম্পাস থেকে (বারটি বছর এদিক-সেদিক ঘোরাঘুরির পর)। এটার ব্যাপকতা অবশ্যই আছে। 'আঠার মণ মিষ্টি' খাওয়ার আয়োজন দেখে তা আরও বেশী নিশ্চিত হওয়া গেল। স্বাভাবিকভাবেই আমরা আশা করেছিলাম বাঙলাদেশের স্বনামধন্য বুদ্ধিজীবীদের আমন্ত্রণ জানানো হবে এই অনুষ্ঠানে। কিন্তু কই যাঁরা এলেন তাঁদের মধ্যে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ। তাঁদেরকে আমন্ত্রণ জানানোর বিপক্ষে আমি নই। কিন্তু শুধুমাত্র তাঁরাই? এর বাইরে কাউকে আনা গেল না। এই সীমাবদ্ধ ক্ষমতা নিয়ে একটি বিশ্ববিদ্যালয় ক'পা এগুতে পারবে! আমন্ত্রণ জানানো এক কথা আর মঞ্চে উপবিষ্ট করত বক্তৃতা প্রদানের সুযোগ দেয়া ভিন্ন কথা। যাঁরা বক্তৃতা করলেন তাঁদের মধ্যে জেলা পুলিশ সুপারও ছিলেন। কোন পেশাকে খাটো করে দেখবার মতন মূর্খ আমরা নই। কিন্তু সব পেশার লোক সব জায়গায় সবসময় যে দাঁড়িয়ে কথা বলা উচিত না সেটা বলতে আমাদের দ্বিধা নেই। দোষটা পুলিশ সুপারের নয়, দোষ যাঁরা তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন বক্তৃতা করবার তাঁদের। উনি (এসপি) এমন রাজনৈতিক বক্তৃতা শুরু করলেন, করতে করতে '৭৫ সালের কালো অধ্যায় পর্যন্ত এসে পৌঁছলেন। উনার মনের কথাতো জানি না, কিছু 'মুখনিঃসৃত শব্দ' থেকে যা বোঝা গিয়েছিল তাহলো- '৭৫ সালের হত্যাকান্ড ছিল জনগণের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন। এখানে দু'টি ভুল তিনি করলেন। এক. '৭৫ সালের হত্যাকান্ড ছিল গুটিকয়েক নীতিভ্রষ্ট লোকের কর্ম। দুই, একজন পুলিশ সুপার চাকুরী করা অবস্থায় রাজনৈতিক বক্তব্য দিতে পারেন না। ব্যাস, উত্তেজিত হয়ে উঠলো পুরো ক্যাম্পাস। এর দায়িত্ব কে নেবে? কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই! গত এক তারিখেই নিশ্চিত হলাম যে-আসলে "আক্কেল দাঁতে''র কোন কার্যকারিতা নেই, অন্তত নামকরণের দিক থেকে। শিক্ষক সমিতির কোন সদস্যকে কিন্তু সমিতির পক্ষ থেকে বলার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়নি।

এবার দ্বিতীয় বিষয়টিতে আসা যাক। বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বোধন হলো মানে ফলক উন্মোচন হলো। হলো মোনাজাত, মিলাদমাহফিল। এর কোনটার বিপক্ষেই আমরা নই। কিন্তু বড় একটি কাজ যে চোখে পড়লো না! তাহলো জাতীয় পতাকাও উত্তোলিত হয়নি, জাতীয় সংগীতও বাজানো হয়নি। কর্তৃপক্ষের এই আচরণ থেকে একজন সাধারণ মানুষের দু'টি ধারণার জন্ম নিতে পারে। একদল ভাবতেই পারেন যে- বিষয়টি আসলে ভুলে গেছেন, খেয়াল ছিল না। এধরনের ধারণা যাঁরা পোষণ করছেন তাঁদের সবিনয়ে বলা প্রয়োজন যে, ধারণাটি একেবারেই অমূলক। কারণ, জাতীয় পতাকা উত্তোলন করার মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আর কী থাকতে পারে? একমাত্র পাগলও ভারসাম্যহীন অবস্থায়ই কেউ 'বাবার' নাম ভুলে 'খালুর' নাম মনে রাখতে পারে। কিন্তু আয়োজকরাতো তা কোনমতেই নন। কারণ, তাহলে চাকুরীর পূর্বশর্ত পালিত হয় না। সুতরাং বোঝাই গেল যে এটি ভুল করে করা হয়নি। ভেবে-চিন্তেই তা অনুষ্ঠান থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। তাই যদি হয়ে থাক তবে ধৃষ্টতার সীমাটা দেখুন। আমরা কি বাঙলাদেশে বাস করছি! এই কি সেই-দেশ যার স্বাধীনতা আনতে এদেশের তিরিশ লক্ষ তাজা প্রাণের রক্ত প্রবাহিত হয়েছে!! ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে যে পাকিস্তানী মৌলবাদী, স্বাধীনতাবিরোধী ভূতের 'আচর করেছে' তা এর আগেও বহুবার চিৎকার করে বলা হয়েছে। আজ তাই শেষবারের মত বলা প্রয়োজন।

মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী (ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর), সাংসদবর্গ, দেশের বুদ্ধিজীবী সচেতন নাগরিক আপনাদের সবাইকে আজ এই বিশ্ববিদ্যালয়টিকে নিয়ে ভাবতে হবে। এর বাস্তব রূপ এবং একে যেভাবে, যে মেজাজে গড়ে তোলার পরিকল্পনা চলছে তা এদেশে আশাবাদী মানুষকে নিরাশ করবে। আজকে সবার কাছে একটিই প্রশ্ন——ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে, অসাম্প্রদায়িক মানসিকতায় পরিণত করার পরিকল্পনা হাতে নেয়া হবে, নাকি একটি সাধারণ মাদ্রাসা যেখানে মৌলবাদের উন্মাদনা চলবে এমন একটি প্রতিষ্ঠানে (?) পরিণত করা হবে? উত্তর 'হ্যাঁ' কিংবা 'না' তেই দিতে হবে। তৃতীয় কোন উত্তরের আশায় প্রশ্নটি রাখা হয়নি। মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী আমরা দেখতে চাই 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ' মানেই 'পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদ নয়।' এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগের ক্ষেত্রে আপনি হয়তো তা খেয়াল করেননি। ভবিষ্যতে করলে বিশ্ববিদ্যালয়ের মঙ্গল হবে।

মুঈদ রহমান : কলাম লেখক। প্রভাষক, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।